তারিখ ২৬।৪।৮৩

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

426

095

'আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ গুলী করেছে'

ঢাকার জেলা প্রশাসক জনাব আবুল হাসনাত মোফাজ্জল করিম গতকাল দুপুর সাড়ে তিনটায় নারায়ণগঞ্জ রাইফেল ক্লাবে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন : কয়েকজন ছাত্র পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কলেজের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে। অধ্যক্ষ ভিতরে ঢোকার অনুমতি না দেয়ায় পুলিশ তাদের কলেজ থেকে বের করে দেয়। এরপর শান্তি পূর্ণভাবে সকাল সোয়া ১০টায় পরীক্ষা শুরু হয়। সকাল সাড়ে ১০টার সময় কলেজের উপর থেকে একজন পরীক্ষার্থী একটি খাতা ও প্রশ্ন বাইরে ফেলে দেয়। একজন বহিরাগত খাতা ও প্রশ্নটি কুড়িয়ে আনতে গেলে কর্তব্যরত পুলিশ তাকে বাধা দেয়। এ সময় কেন্দ্রের বাইরে অপেক্ষমান বহিরাগত ও ছাত্ররা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল

(শেষ পৃ: ২-এর ক: দ্র:)

আত্মরক্ষা

(১ম পাতার পর)

নিক্ষেপ করে। পুলিশ ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী বহিরাগত ও ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ করে। এতে এক জন আহত হয়। পরবর্তীতে বহিরাগত ও ছাত্ররা একটু দূরে সরে গিয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে আবার ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। পুলিশ তাদের আবার তাড়া করে। তিনি আরো জানান, বেলা পৌনে ১১টায় পুলিশ উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এর পর পরই কিছু বহিরাগত কলেজের ভিতরে অতর্কিতে ঢুকে পড়ে। এ সময় কিছু পরীক্ষার্থী কলেজের দোতলা ও তিনতলা থেকে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ নীচে ছুড়ে ফেলে। ফলে উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়। কেন্দ্রের পরিদর্শকরা আতংকে হল ছেড়ে দিয়ে কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে আশ্রয় নেন। অধ্যক্ষের কক্ষে নারায়ণগঞ্জের এস, ডি, ও, এস ডি পিওসহ স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কিছু উচ্ছৃংখল পরীক্ষার্থী ও বহিরাগত মারমুখী হয়ে কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে, হামলা চালায়। পুলিশ এতে হস্তক্ষেপ করে। কিছু পরীক্ষার্থী কলেজের ল্যাবরেটরীর দরজা ভেঙ্গে সেখান থেকে এসিড নিয়ে পুলিশের উপর ছুড়ে মারে। এতে নারায়ণগঞ্জের এস, ডি, পি ও জনাব আবদুল হান্নান ও পুলিসের সি আই (এ) জনাব ফখরুল ইসলাম গুরুতরভাবে আহত হন। এসিড নিক্ষেপের ফলে উক্ত দু'জন পুলিশ কর্মকর্তার দেহের কয়েকটি স্থান পুড়ে যায়। পরীক্ষার্থী ও বহিরাগতরা তোলারাম কলেজের কয়েকজন অধ্যাপকের উপর হামলা চালায়। অধ্যাপক কাজী শাহাদাত হোসেনকে লোহার রড দিয়ে আক্রমণ করা হয়। এই আক্রমণে ৬০ জনের মত পুলিশ মারাত্মকভাবে আহত হয়। পুলিশ বাধ্য হয়ে পরবর্তীতে আত্মরক্ষার্থে গুলীবর্ষণ করে। বেশ কিছু পুলিশকে রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে। বেলা ১২টার মধ্যে পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে।

ঢাকার ডি, সি আরো জানান যে, উচ্ছৃংখল কিছু ছাত্র ও বহিরাগত ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের সড়কের চাষাঢ়া ও জামতলায় দাঁড়িয়ে সরকারী বাস ও বিভিন্ন যানবাহনের উপর হামলা চালায়। এতে দু'টি বি, আর, টি, সি, বাসের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ঢাকার ডি, সি এই হামলাকে পূর্ব পরিকল্পিত বলে জানিয়েছেন।